মনুষ্য দর্শন

হিফজুর রহমান

উপক্রমনিকা

মাঝে মধ্যে মনে হয় এই আমি জীবনানন্দ দাসের কবিতার মতো "হাজার বছর ধরে হাঁটিতেছি এই পৃথিবীর পথে.."। এর মধ্যে আমাদের মতো কালো এবং অন্য দেশের ধলো মিলিয়ে অনেক মানুষেরই সাথে আন্তঃসংযোগ সাধিত হয়েছে। কিন্তু, তাদের অনেকেরই আচরণে অবাক হয়েছি বারবার। ভেবেছি কেন এমনটা হয়! অদ্ভুত সব ঘটনার এবং আচরণের সম্মুখীন হয়েছি প্রায় সারাটা জীবন ধরেই। তবে, নিজেও যে খুব শুদ্ধ আচরণ করে গেছি তাওতো নয়। পুরো সময়টাই চলে গেল নিজেকে এবং মানুষদের চিনতে চিনতে। এই উত্তর পঞ্চাশে এসে মনে হয় নিজেকেই চেনা হলোনা এই জীবনে, অন্যদের চিনবো কি করে?

কর্ণফুলির প্রধান সাম্পানওয়ালার সাথে কথা বলতে বলতে একদিন নিজের অনেক দুঃখের কথা বলেই ফেললাম অকপটে। গত প্রায় ছ'মাস অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী থাকায় ওইসব দুঃখ যেন আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তখনই মনে হলো ভারাক্রান্ত এই জীবনে যতো মানুষকে দেখেছি তাদেন নেতিবাচক এবং ইতিবাচক চরিত্র নিয়ে একটা রচনা তৈরী করে ফেলবো, যার নাম হবে মনুষ্য দর্শন। কয়েকটা ঘটনা প্রধান সাম্পানওয়ালা বনি আমিনকে বললাম এবং আমার অভিপ্রায়ের কথাও জানালাম। বনি সঙ্গে সঙ্গেই বললো, বাবুল ভাই (আমার ডাক নাম) লিখে ফেলেন। আপনার ধারাবাহিক উপন্যাসটা শেষ হলেই ওটা ছাপাতে শুরু করবো। এই রকম শর্তহীন উৎসাহ বনি যোগায় বলেই লেখক হিসেবে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলা চলে।

বনির উৎসাহ পেয়েই কিছুদিন আগে "কষ্ট নেবে কষ্ট" শীর্ষক আত্মকথনে কিছুটা অন্তর্জালার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ফেললাম। ওই লেখায় যাঁদের সম্পর্কে বলেছি তাদের একসময় খুবই ভালোবাসতাম, পছন্দ করতাম। আর তাই ওদের কথাই লিখে ফেললাম সবার আগে অনেকই কষ্টে। ভেবেছিলাম, তাদের কাছ থেকে কোন না কোন রকম প্রতিবাদ পাবো। কিন্তু, পাইনি। বনি পেয়েছে কি না জানিনা। ওই লেখারই এক জায়গায় নিয়মিতভাবে এই মনুষ্য দর্শন সংক্রান্ত লেখাটি পরিবেশন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলাম। বনিও তাড়া দিতে লাগলো। তাই এই বালখিল্য লেখাটি পরিবেশন করার সাহস পেয়ে গেলাম।

কিভাবে লিখবো, কি লিখবো এই সব ভাবতে ভাবতে ঠিক করে ফেললাম যতোরকম চরিত্র আমার এই জীবনে দাগ কেটে গেছে তাদের কথাই লিখবো অকপটে। যারা জীবিত আছেন তাদের ভালো-মন্দ উভয়ই উঠে আসবে এই লেখায়। তাহলে তারা তাদের চরিত্রের নেতিবাচক কথা লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ পাবেন। আর মৃত যারা, তাদের কেবলই ভালো দিকগুলো তুলে ধরবো। আপনারা বলতে পারেন, তুমি কে হে অন্যের মন্দ কথা বলার? তুমি কি ধোয়া তুলসী পাতা? আমার জবাব হচ্ছে, না, আমি মোটেও ধোয়া তুলসী পাতা নই। আগের লেখাতেই বলেছি অনেক দোষে, অনেক অপরাধে ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন আমি। তবে, কারো কাছ থেকে উপকার পেয়ে তাকে একেবারেই ভুলে যাওয়া এবং নিমকহারামীর চূড়ান্ত নিদর্শন দেখানোর মতো অপকর্মের দোষে আমি দুষ্ট এই কথাটা বোধহয় কেহই বলতে পারবেননা। তারপরও আমার সম্পর্কে কেউ কোন কথা বলতে চাইলে অনায়াসেই কর্নফুলীর আশ্রয় নিতে পারেন তারা। আমি এখনই কর্নফুলীর প্রধান সাম্পানওয়ালাকে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি, সেরকম কেউ লিখতে চাইলে তিনি যেন অতি অবশ্যই সেই লেখাকে কর্নফুলীতে স্থান করে দেন। কারণ, সেটাই হবে

সভ্য আচরণ রীতি। তবে, মনুষ্য দর্শনের কথা লিখতে লিখতে আমার সম্পর্কেও অনেক কথাই উঠে আসবে। সেটা থেকে আপনারা হয়তো খানিকটা হিফজুর দর্শনও করে ফেলতে পারেন।

এই মনুষ্য দর্শনে কোন দর্শন (ফিলজফি) নেই। আছে কেবলই দেখার গল্প। তবে সেটা থেকেও কেউ দর্শনের জারক নিঃসারিত করতে চাইলে খুব ভুলও বোধহয় হবেনা। দর্শন নেই কোথায়? অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন অর্থনীতির দর্শন খুঁজে বের করেই তো নোবেল জয় করে আনলেন এই হত দরিদ্র বাঙালীর জন্যে। অর্থনীতির শিক্ষক অমর্ত্য সেন এখন ট্রিনিটিতেই সম্ভবতঃ পড়াচ্ছেন দর্শন। আর মানুষের জীবন ও আচরণের মধ্যে যে দর্শন আছে তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত আর কোথায়?

একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছিনা। এক ধনী ব্যবসায়ির সাথে পরিচয় হয়েছিল নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি, নাম সুবীর দে। সেই সুবীর দা'কে ইংরেজী ভাষায় "স্টিংকিং রীচ" বললেও ভুল বলা হবেনা। তখন আমি ঢাকাস্থ অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে পলিটিকাল/ইকনমিক রিসার্চ অফিসার হিসেবে কাজ করছি। বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার হবার ফলে বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধা তো ভোগ করতামই। আর ওই পদবীর কারণে ঢাকার বা বাংলাদেশের বাজারে আমার মূল্যমানও খুব একটা কম ছিলনা। ওই সুবাদে লাক্সমা গার্মেন্টস-এর অন্যতম মালিক সুবীর দে'র সাথে পরিচয় হয়েছিল। এই সুবির দে ঢাকার প্রথম লেক্সাস জিপ ব্যবহারকারী। তিনি তার নিজের জন্যে এবং তার অংশীদার-এর জন্যে দুটো লেক্সাস নিয়ে এসেছিলেন সেই সময়। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে সুবীর দে'র পরিচয়। সুবীর যাবেন অস্ট্রেলিয়ায়, ভিসা লাগবে। তাই বন্ধুর সম্পর্কের সেতু ধরে তিনি এলেন আমার কাছে। ভিসা তিনি এমনিই পেতেন, নিজ গুনে। সেই থেকেই ঘনিষ্ঠতা। অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে যতোদিন ছিলাম, সুবীরদার ধানমন্ডির বাসায় যে কোন অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। আমার ড্রাইভার নেই এই অজুহাতে কোন কোন সময় তার বাসার কোন অনুষ্ঠানে না যেতে চাইলে আমাকে বাসা থেকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি তার অতি দামি গাড়িও পাঠিয়ে দিতেন। সেই সুবীর দা আমাকে একেবারেই ভুলে গেলেন অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের চাকুরী ছাড়ার পর। বিশদ হয়তো পরে আবার বলবো।

আমার এই জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "অফিস অব প্রফিট" ছেড়েছি অন্ততঃ তিনবার। আর এই তিনবারেই অনেক বসন্তের কোকিল ঝরে গেছে বিনা দ্বিধায়। তারা যে বসন্তের কোকিল ছিলেন সেটা বুঝতে আমার অনেকই সময় লেগেছে। এরকম অনেক বসন্তের কোকিল অস্ট্রেলিয়াতেও বাস করেন। তাদের মধ্যে এখনই মনে পড়ছে একজন এনাম হকের কথা। তার সম্পর্কেও লিখবো পরে। আবার অনেক ভালো মানুষও আছেন, যারা তাদের ভালোবাসা দিয়ে আমার জীবনকে ভরপুর করে দিয়েছেন। সেরকম একজন হচ্ছে সোহেল। গায়ক হিসেবে সোহেল সিডনীতে সমধিক পরিচিত বলে শুনেছি। ও আমাকে মামা বলে ডাকে তার এক তস্য মামা আমার তথাকথিত বন্ধু হবার কারণে। সেই বন্ধু দেলোয়ার (সিডনীতে ডেল বলে পরিচিত) এখন বোধহয় আমার নামও মনে করতে পারবেননা, সিডনীর ওই সুন্দর ভূবন থেকে। কিন্তু, সোহেল এখনো দূরভাষে যখন মামা বলে ডেকে ওঠে তখন মনে হয় জীবনের সবটাই বোধহয় কর্কশ ও নিষ্ঠুর নয়। একটু লেখার জন্যে এই ক্ষুদ্র লেখককে বনি যখন লেখা পাঠাবার জন্যে অতি নিষ্ঠুরভাবে ধাতানি দেয় তখনো মনে হয়, না ভালোবাসা, শুভেচ্ছা শব্দগুলোর অপমৃত্যু হয়নি এখনো। তবে, ডেল বা তার ভাই নবি আক্তার খান, নবি খানের সন্তান মামুন খান এরকম অনেকেরই কথা লিখবো একটু একটু করে।

এক জীবনের সব কথাই্ কি লেখা সম্ভব? মোটেওনা। তবু, যতোটুকু সম্ভব সত্যাচারে জীবনের কিছু নিষ্ঠুর উচ্চারণ এবং মধুর কথনেরও উদ্ভাস রেখে যেতে চাই। হয়তো জীবনাবসানে এটাই একটি মূল্যবান সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে যেতে পারে,এটাই আশা।

মনুষ্য দর্শনে আমি যাই লিখিনা কেন তার সব কিছুরই দায়ভার আমার। কর্নফুলীর প্রধান সাম্পানওয়ালা বা তার সহকর্মীদের এর কোন বিষয়ের জন্যে দায়ী করা যাবেনা, এটা প্রথমেই জানিয়ে রাখছি। এই লেখার কোন কিছুই কারো কাছে বিসদৃশ মনে হলে বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে আমাকে জানালে অত্যন্ত খুশী হবো।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের পরামর্শ অতি অবশ্যই আমার এই লেখাকে সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ঠ সহায়ক হবে। তাই আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় নাহয় আমাকে ঋণ হিসেবেই দিলেন। আন্তর্জালের মাধ্যমে আপনাদের সাথে আরো সরাসরি যোগাযোগ রাখার আকাঙ্খা নিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। অলমতি বিস্তরেণ।

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন

E-mail: hifzur@dhaka.net